OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 197
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 189 - 197
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বেহাগের দু'টুকরো : প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি গল্প

রাখী মিস্ত্রী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rakhimistry73@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
প্রেম, অন্ধকার, চাঁদ, জীবন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনন্দা, পুরন্দর, নোঙর।

Abstract

জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে চিন্তায় চেতনায় সুখে দুঃখে প্রেম সে তো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, প্রেমহীন জীবন যেন কল্পনাতীত এবং প্রেমের সুদূরতা যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, তার সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য তো সাহিত্য। প্রাচীন সাহিত্যগাঁথা থেকে আখ্যানসাহিত্যে যার বিস্তৃতি— বিস্তৃতি মানব মনের নিগূঢ়তায়, 'মেঘদূত' কিংবা 'রক্তকরবী' কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে তো তাকে বাঁধা যায় না। রূপকথার গল্পের মতো করে জীবন সাজাতে চাইলেও জীবন তো রূপকথা হয়ে ওঠে না, জীবন সে তো জীবনই— প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে প্রেমে-অপ্রেমে যে জীবনের দোলা দুলে চলে, বেহাগ রাগে আবিষ্ট করে তোলে সমস্তটুকু, নরম মাটির ছাঁচে হয়তো তাকে ফেলা যায় না, কিংবা কামারশালার ঘরে গলিয়ে তাকে নরম করা যাবে না হয়তো। তবু রক্তে অনুভূত হবে তার উপস্থিতি— প্রতিদিন প্রতিক্ষণ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি গল্পে এই প্রেম যেন দু ভাবে ব্যাখায়িত হয়েছে। প্রেম-অমৃতের দুই বিন্দু যেন গল্পকার তাঁর রচনাবর্তের ছাপার অক্ষরে তুলে ধরেছেন। একদিকে 'জনৈক্য কাপুরুষের কাহিনী' গল্পের অনামা নায়ক ও করুণার প্রেমের রসায়ন, অন্যদিকে রয়েছে 'অরণ্য স্বপ্ন' গল্পের পুরন্দর ও সুনন্দার প্রেম। করুণা যেভাবে নায়কের কাছে ছুটে গিয়েছে, ভালোবাসার সেই পূজারতি নায়ক গ্রহণ করতে পারেনি, একভাবে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আবার করুণার বিয়ে হয়ে যাবার পর যখন coincidentally নায়কের সঙ্গে তার দেখা হল, একভাবে সে যেন অভিভূত হল করুণার নতুন রূপ দেখে। তাকে আবেগে প্রেমে নিজের দিকে টানতে চাইল, আত্মতুষ্টি অনুভব করতে চাইল। কিন্তু করুণার দৃঢ়তায় যেন আহত হল, যেন পরীক্ষা দিতে চাইল করুণার কাছে নিজের প্রেমের সাপেক্ষে আর পরীক্ষার সময় যখন সত্যিই তার সামনে এল— করুণা ঘর ছেড়ে সংসার সমাজ এমনকি সমস্ত পিছুটান ফেলে এক কাপড়েই তার সামনে এসে দাঁড়াল যাবার কথা বলল, তখন দেখা গেল নায়কের ভীরুতা কাপুরুষতা বা বলা ভালো আসল প্রতিক্রিয়া। অন্যদিকে 'অরণ্য স্বপ্ন' গল্পে চাঁদের আলোর মতো পুরন্দর ও সুনন্দার প্রেমের মধ্যেকার অস্পষ্টতাটুকু দূর হয়ে গেল। সুনন্দা দেখল বুঝল পুরন্দরের জীবন বেঁকে গেছে অন্য পথে, সে পথে সুনন্দার জায়গা নেই, একসাথে থাকার সংকল্প কেমন মিথ্যে হয়ে গেছে, পুরন্দর সুনন্দাকে সরে আসতে বাধ্য করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 197
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই দুই গল্পের নায়িকাই যেন এক ভাবে উপেক্ষিতা— জীবনের গল্প তাদের আলাদা হলেও প্রেমের আরতিটুকুই দুজনকে এক সূত্রে বেধেছে।

Discussion

শিল্পক্ষেত্রে 'Art for Art' কথাটি বহুল প্রচলিত হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে 'Art' তো আসলে জীবনেরই প্রতিবিম্ব। সম্ভব অসম্ভব কাহিনি ও সম্ভাবনার আধার। ভাষা ভঙ্গিমা ও বক্তব্যের আবেদনে শিল্পীসাহিত্যিকেরা তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে সৃজনশীলতার সমন্বয় ঘটান। শিল্পীমনের পরশপাথর ছুঁইয়ে পতিত জমিতে আবাদ করেন সোনার ফসল, আর এমন জন্মলগ্নেই জীবনগাঁথার সহজ কিশলয় হয়ে ওঠে তাদের শিল্পসাহিত্য। এমনই অপরূপ সৃষ্টির ছোঁয়ায় অচেনা জীবনের বিলম্বিত চাঁদকে এনে ফেলেছেন মানুষের হাতের মুঠোয় আয়নার সামনে চলচ্চিত্রে অথবা চালচিত্রে। এমনি অপার বিস্ময় গাঁথার টুকরো টুকরো কথাবস্তুকে রূপ দিয়েছেন সাহিত্যে। বিশ্বসাহিত্যের এমন চারজন কৃতিনামা গল্পকার আমেরিকার বিখ্যাত এডগার এ্যালান পো (Edgar Allan Poe, 1809-1849), ফ্রান্সের বিখ্যাত মোঁপাসা (Guy de Maupassant, 1850-1893), রাশিয়ার খ্যাতনামা চেকভ (Anton Pavlovich Chekhov, 1860-1904) এমনকি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এবং এঁদের পরেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নামটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮)। 'মানুষের মানে' খুঁজতে খুঁজতে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবন জুড়ে। আশ্চর্য তাঁর বিষয় ও শৈলীর অভিনবত্ব, তেমনি আশ্চর্য বয়ান কৌশল। তাঁর গল্প উপন্যাসে যে জনজীবন জড়িয়ে আছে তার বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত জীবনমানস, মহাযুদ্ধোত্তর মানুষ ও তাদের অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, জীবন চেতনার গাঁথা, অস্তিত্বের সংগ্রামে বিপন্ন তাদের কণ্ঠস্বর, তেমনি কোলাজপ্রতিম থেকে তুলে আনা যায় কয়েকটি গল্প— 'শুধু কেরানি', 'হয়তো', 'মহানগর', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এর মতো উজ্জ্বল স্পষ্ট তার ফটোগ্রাফিক দৃশ্যপট, জীবনের সংগ্রাম, দরদাম যা কখনো বিপন্ন মূল্যবোধের কাছে কখনো ভাগ্যের নিষ্ঠুরতার কাছে হেরে গেছে, কখনো তা অখণ্ড হয়ে গেছে জীবনের কাছে। তবু অদ্ভুত সেই আলো আঁধারি জীবনগাঁথা, শেষ হয়ে অশেষ এইসব মানুষের গল্প— গল্পের মানুষ। বিলম্বিত সেই সব দৃশ্যপট কণ্ঠস্বর কত সাবলীলভাবে উঠে এসেছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে।

১

"আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন— কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো; — এক নক্ষত্রের নিচে তবু— একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়,"[১]

তবু ফ্যান্টাসি ভরা ঘড়ির কাঁটার কাছে থমকে যায় না সময়। টাইমটেবিলে চড়েও আমরা ইচ্ছেখুশি বদলাতে পারি না কিছু, ফিরে পাই না অতীত আবর্তের সেই অমূল্য মুহূর্ত, আকাঙ্ক্ষার পৃথিবী বা বলা ভালো আকাঙ্ক্ষিত পৃথিবী। তবু জীবন কম কিছু দামি নয় মানুষের কাছে আর প্রেম সে তো চির আকাঙ্ক্ষিত। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সুখে-দুঃখে, বিরহে-মিলনে প্রেম যেন এক 'শাশ্বত কর্ম' একেবারে সহজাত। তবু অনির্দিষ্ট জীবন ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে মানুষ নিজস্ব একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে নেয়, আশ্বাস খুঁজে নেয় সময়ের 'দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে'। বিবেকি মানুষ, বিচক্ষণী মানুষ, পলাতক মানুষ, পরাজিত হতে হতে যারা উঠে দাঁড়ায় ঘুরে দাঁড়ায় উৎসাহ নিয়ে, বুকে নিয়ে 'স্পৃহা', কিংবা 'জীবনের ফেনা' মেখে নেয়, তারাও জানে জীবন সে তো আশ্চর্যরকম অনিশ্চিত। 'চন্দন কাঠের চিতার গন্ধ' বাতাসে বইবে, আগুনে থাকবে 'ঘিয়ের ঘ্রাণ', থাকবে বিষন্নতা— তবু জীবন ভীষণতর দামি— দামি মানুষজন্ম। 'নীলচে ঘাসের ফুলে' জীবনের রঙ খুঁজে পাবে, 'অবাধ আকাশ' নীলিমা, 'শিশির শরীর' ছুঁয়ে থাকবে 'সমুজ্জ্বল ভোরে', বাতাসে ফুলের গন্ধ, বাতাসে প্রেমের গন্ধ মুকুলিত ফুলের আধারে, আর এমন পৃথিবীর 'গোষ্ঠের সংকেতে' খুঁজলে 'প্রেম কান পেতে' মিললে মিলতেও পারে সেই অমূল্যরতন। 'আত্মার মাঝে জড়ানো' পশমের মতো প্রেমও জড়ানো নিখিল বিশ্বাসে। তবু পাওয়া না পাওয়ার যোগাযোগে হারাতে হয় কাছের মানুষ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 197
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রেমে-অপ্রেমে বুকের ভেতর বইতে হয় বেদনার বেহাগের সুর, অস্তগামী সূর্যের আলো-আঁধারি কোলাজপ্রতিমে খুঁজতে হয় নিজস্ব নতুন ফোটোগ্রাফ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা—

"তাকে শুধুই বইবো বুকের গোপন ঘরে
তার পরিচয়?
মনে পড়ে মনেই পড়ে।"[২]

প্রসঙ্গে অনুষঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' গল্পের প্রেমের কাহিনিকেও মনে পড়ে আমাদের। গল্পের নামহীন নায়কটির মধ্যে প্রেমের উন্মাদনা তীব্র রূপে না থাকলেও সমগ্র গল্পটিতে করুণার প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার ইন্দ্রধনু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জীবনের উত্থান-পতনে ভূমিকা রাখেনি এমন মানুষের সংখ্যা কম তবু নিয়ম মত অভ্যাসের ছাঁচে জীবনের নদী বইতে থাকে।

'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী'র আখ্যাতনামা নামহীন নায়কটিকে কেমন খণ্ডিত বলে মনে হয়— মনে হয় যেন সে অনেকাংশে escapist, কোনো আবেগঘন হৃদয়বত্তা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। প্রেমের ব্যর্থতা তাকে নিয়ে যায়নি বানভাসি মানুষের দলে, সম্পর্কের মূল্যায়নে একই কেন্দ্রবিন্দুতে এই নামহীন নায়ক এবং করুণাকে রাখা যায় না। জীবনের দরজায় আমরা নায়ককে কোনো আক্ষেপ করতে দেখি না, বরং নায়িকা করুণার দিক থেকে সে প্রেমের ব্যর্থতাকে অনুভব করবার চেষ্টা করেছে মাত্র। গল্পে দেখা যায় করুণা ও নায়কের কৈশোর প্রেম ছিল এবং করুণার দিক থেকেই সে প্রেম অনেকাংশে তীব্র ছিল। সে প্রেম পূর্ণতা পায়নি নায়কেরই কারণে। প্রবল বৃষ্টিমুখর একটি দিনে করুণা ছুটে গিয়েছিল নায়কের কাছে, তাকে জানিয়েছিল নিজের অবস্থার কথা, যেখানেই তাকে পাটনায় মামার বাড়িতে পাঠানোর কথা হয়েছে এবং সে উপলব্ধি করতে পেরেছে এ যাওয়া তার শেষ যাওয়া, কিন্তু নায়কের মধ্যে ভাবাবেগের কোন পরিবর্তন হয়নি বরং সে করুণার আকুলতায় 'বেদনাময় সত্যতাকে' একরকম অস্বীকার করেছে। 'নিঃশব্দচরণে প্রেম' হয়তো এসেছিল নায়কের 'দুয়ার মারিয়ে' কিন্তু পরিণতির পথে সে প্রেম হাঁটতে পারেনি, হয়তো মধ্যবিত্ত স্বভাবচিত মানসিকতায় করুণাকে সে টেকেন ফর গ্রান্টেড করেছে। করুণাকে সামান্য আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে, অথচ 'হরিণ সময়' তো থমকে যাবার নয়। এরপর সত্যিই দীর্ঘসময় পেরিয়ে গেছে করুণার বিবাহ সংবাদও নায়কের কানে যথারীতি পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে বেদনা তাকে বিমর্ষ করেনি বিহ্বল ও করেনি সেভাবে। শুধু "ভালবেসে না পাওয়ার ব্যর্থতা সেদিন নিজের দিক দিয়ে নয় করুণার দিক দিয়েই উপলব্ধি"[৩] করেছে নায়ক এবং তার মধ্যে খানিকটা আত্মপ্রসাদের অনুভূতিও যেন মেশানো ছিল। অথচ করুণার অসহায় হয়ে তার কাছে ছুটে যাওয়ার মধ্যে ভালোবাসার তীব্র আর্তি ছিল, যেন—

> "অস্পষ্ট চাঁদের কাছে হাত পেতে রয়েছে ভিক্ষুক/ দাঁড়িয়ে এখনো/...সে কিছু চাঁদকে দেবে বলে/ বহুকাল থেকে রাখে দুঃখমুদ্রা জড়ানো কম্বলে!"[৪]

আশ্চর্য, ভালোবাসার পরিণতিময় সম্ভাবনা স্বীকৃতিটুকুই তো চেয়েছিল করুণা কিন্তু কে না জানে প্রেম যতখানি সহজ, তার স্বীকৃতি তো ততখানি সহজ নয়! তারপর স্মৃতিময় ধূসরতায় কেটে গেছে দিন, অতীতস্মৃতি হয়তো চাপা পড়ে গেছে মেদুরতায়, কাজের অবসরে ছুটি নিয়ে বেড়াতে আসা এবং মাঝপথে গাড়ি খারাপ হয়ে অপরিচিত জায়গায় বিপন্নতার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। গাড়ি মেরামত করতে দেওয়া এবং সেখানেই বিমলবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় তার। অচেনা শহরে ডাকবাংলো কিংবা স্টেশনের ওয়েটিং রুম কিংবা কোনো হোটেলে পর্যন্ত আশ্রয় মেলেনি তার, অবশেষে এই মানুষটিকে আশ্রয় দিলেন বিমলবাবু নিজেরই বাড়িতে আর সেই সূত্রেই জানা যায় বিমলবাবু হলেন করুণার স্বামী। কি আশ্চর্য কো-ইনসিডেন্সে ভরপুর এই দেখা হওয়াটকু, তাদের এই দেখা হওয়াটা 'দৈবের আয়োজিত পরিহাসের' চেয়ে কম কিছু নয়। কিন্তু বিমলবাবু জানালেন জরুরী কাজে তার দু'চার দিনে বাড়িতে ফেরার সম্ভব নয়, এই ঘটনাও যেন কিছুটা নাটকীয় বলে মনে হয়। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে এই দুই বিচ্ছিন্ন প্রেমিক-প্রেমিকা যেন অবকাশ পেল পুনরায় আবার মিলিত হবার, যেন জীবনই তাদেরকে আরও একবার সুযোগ করে দিল, কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত আবার নায়কই সেই সম্ভাবনাকে স্তব্ধ করে দিল। অথচ তাদের দেখা হওয়ার পর আশ্চর্যজনক বলে মনে হল করুণাকে, বড়বেশি স্বাভাবিক সহজ মনে হল, আর এই মনে হওয়াটকু যেন একটু পীড়াদায়ক অনুভূতি দেয়। যেটুকু দুর্বলতা করুণার তার প্রতি ছিল তা কাটিয়ে উঠতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 197
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পেরেছে এই বোধ যেন মর্মাহত করে তাকে। তবু যেন সে প্রলুব্ধ করতে চায় করুণাকে, জানতে চাই তার সাথে একা একা বসে গল্প করতে করুণার ভয় করে কিনা। করুণার অনুত্তর চলে যাওয়াতে ভেতর ভেতর দগ্ধ হতে থাকে সে—

> "ঘরের ভেতর পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে মনের মধ্যে কী যেন একটা জ্বালা অনুভব করি। সেটা আমার নিজের না করুণার বিরুদ্ধে বোঝা শক্ত। হয়তো সেটা নিয়তির বিরুদ্ধে।"[৫]

যেন নিয়তিকে দোষ দিয়ে বাঁচা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু তার জীবন তো তার নিজস্ব নির্বাচন। করুণা যে তাকে ভুলে বাঁচতে পারে না এই অহং বোধ তার মধ্যে বর্তমান ছিল কিন্তু তার এই বিশ্বাস নাড়া খায় করুণার আপাত সহজ ব্যবহারে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে একটি কবিতা—

"আমায় সম্পূর্ণ করে দেবে বলে ফিরিয়ে দিয়েছো
এই ভেবে, দীর্ঘকাল কেটে গেছে, বাকিটাও যেতো।
কিন্তু, কোথা থেকে হলো, কোনভাবে হলো
—একটি অসম্পূর্ণ গাছ উঠানের কোণে!"[৬]

কিন্তু করুণার জীবনে এই গাছটি গোড়া থেকেই ছিল, যা সমূলে তুলে ফেলতে পারেনি করুণা, একবার ফিরে এসেও পুনরায় সে আবার নায়কের কথায় আবেগে বানভাসি জলে ভেসে গেছে। নায়ক যখন সংযম হারিয়ে করুণার হাত ধরেছে করুণা কিন্তু সরে যায় নি, শুধু বলেছে - "আমি তো নিজেকে বিশ্বাস করি!"[৭] তবু নায়ক কিন্তু তার স্ব ভূমিকায় স্থির। তার অবচেতনে যেন এই বোধ প্রবল যে করেই হোক করুণার উদাসীন স্বাভাবিক জীবনের দরজা খুলে বের করতে হবে ভালোবাসার সেই দুর্বোধ্য সুরটুকু, যা দুর্বল করে ফেলবে তাকে, আর আত্মপ্রসাদের অহমিকায় ভরে উঠবে নায়কের মন। টাল মাটাল করতেই যেন করুণাকে বলে ফেলা—

> "সে-বিশ্বাস এখনো কি ভেঙে চুর হয়ে যেতে পারে না করুণা? সমস্ত নোঙর ছিঁড়ে যাবার ঢেউ কি আসতে পারে না?"[৮]

করুণা অবশ্য বলেছে পরীক্ষা না হওয়ার কথা, কিন্তু সময় যখন এল পরীক্ষা হল, মধ্যবিত্ত পলায়নী মনোবৃত্তির বাইরে নায়কের মধ্যে পুরুষোচিত কোনো হৃদয়বত্তা তো দেখা গেল না। সত্যি সত্যিই 'দলিল পুড়িয়ে' করুণা নায়কের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, এতক্ষণ যেন সে প্রস্তুতি নিয়েছে মনে মনে, নায়কের প্রগলভ বাক্যে নীরব থেকেছে আর তৈরি করেছে নিজেকে আসন্ন পরীক্ষার জন্য, তারপর সময়ের বেশ খানিকটা আগেই গাড়ি প্রস্তুত করে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছে নায়ককে। এরপর নায়ক হঠাৎ আবিষ্কার করে করুণাকে। যেন এই আগমনের জন্য নীরব প্রস্তুতি ছিল তার, করুণার অন্তরের ভিজে বারুদে 'স্ফুলিঙ্গ' দিয়েছে নায়ক।

> "ছাইয়ে যে - আগুন ছিল সেই সবও হয়ে যায় ছাই!/ তবুও আরেকবার সব ভস্মে অন্তরের আগুন ধরাই!"[৯]

কেননা করুণা জানে সমস্তটাই ভস্মে ঘি ঢালার মতো ব্যাপার, যার কোনো অর্থ নেই। 'অশান্ত হাওয়ায়' করুণার হৃদয় ভেসে গেছে। অথচ তার জীবনে 'হেমন্ত আসেনি' শুধু 'হলুদ পাতায়' ভরে গেছে 'হৃদয়ের বন'। করুণার এই বানভাসি অবস্থা, ঘর ছেড়ে সমস্ত পিছুটান ছেড়ে অবলীলায় তার চলে আসাতে তো নায়কের খুশি হবার কথা, অথচ সে তো তা পারেনি। যখন করুণা তাকে তারই বলা কথার প্রতিধ্বনিত সুরে বলেছে—

"সব নোঙর ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো ঢেউ কি আসে না কখনো?"[১০]

এবং একইভাবে তার বুকের কাছে এগিয়ে এসে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুরোধ করে, প্রসঙ্গত একটি দৃশ্য মনে পড়ে যায়, ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে আরও একটি দিন তো করুণা নায়কের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাকে গ্রহণ করবার মিনতি নিয়ে, ভালোবাসার আর্তি নিয়ে— নায়ক সেদিনও তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল আজও তাকে ফিরিয়ে দিল। সেদিনও করুণাকে বুঝিয়েছিল করুনা যা ভাবছে তা ভুল, শুধু করুণা উপলব্ধি করতে পারেনি কিংবা হয়তো পেরেছে এমন দুর্বলচিত্ত মানুষকে ভালোবাসাটাও তো একরকম ভুল। আজও নায়ক তাকে পরিবেশ পরিস্থিতির দোহাই দিল, সমাজের কলঙ্কের কথা চিন্তা করল অথচ ভালোবাসার স্বীকৃতিটুকু দিতে অস্বীকার করল। হয়তো নিজের অসুবিধা লাঞ্ছনার কথাই তার subconscious

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 197
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনে ছিল। সে শুধু 'নির্বোধের মতো' করুণার হৃদয়ের 'রুদ্ধ বন্যার বাঁধ' খুলে দিতে পেরেছে নিজেকে সেই বন্যায় ভাসিয়ে দিতে পারেনি। কেননা সমাজ ও পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সাহস তার নেই এবং ছিলও না। সে একরকম খন্ডিত মনোবৃত্তির, মেরুদণ্ডহীন। আর তাই সে করুণাকে বলেছে—

> "যে-ঝড় এবার উঠবে তা কি তুমি পারবে সইতে? তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো আমরা পরস্পরকেই একদিন ঘৃণা করতে শুরু করব।"[১১]

কিন্তু তার এই প্রগলভতা যেন এতদিনে বুঝতে পেরেছে করুণা, যেন তারই সহজ পরীক্ষা দিতে এসেছে করুণা আজ। তাই বিদ্রূপের হাসিতে ভরে উঠেছে করুণার মুখ। অবলীলায় সে নায়কের 'মূল্যবান উপদেশের' জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে পেরেছে। হাল ভাঙা নাবিকের মতো হৃদয় বন্দর থেকে 'নোঙর উপড়ে' যেতে দেয়নি, শেষবারের মতো নিজেকে উপেক্ষিত হয়ে যেতে দেয়নি, সে জানিয়েছে তার পিসিমাদের নিতেই সে স্টেশনে এসেছে। কিন্তু সত্যি কারণটুকু হয়তো কোনোদিন নায়কের জানা হবে পণ্ডিত। শুধু ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দূরে যাওয়ার অবকাশটুকুতে তারও মনে হবে—

> "কোনদিন দেখিব না তারে আমি; হেমন্তের পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাতে
> কালো মেঘ নিঙড়ায়ে সবুজ বাঁশের বন গেয়ে যাবে উচ্ছ্বাসের গান
> সারারাত, — তবু আমি সাপচরা অন্ধ পথে— বেনুবনে তাহার সন্ধান
> পাব নাকো; পুকুরের পাড়ে সে যে আসিবে না কোনদিন হাঁসিনের সাথে,
> সে কোনো জ্যোৎস্নায় আর আসিবে না— আসিবে না কখনো প্রভাতে,
> ...
> অন্ধকারে; তুমি সখি চলে গেলে দূরে তবু; — হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে
> অশ্বত্থের শাখা ওই দুলিতেছে: আলো আসে, ভোর হয়ে আসে।"[১২]

কত অসংলগ্ন সময় পেরিয়ে যেতে হয় মানুষকে কত বিশ্বাসের ভীত নাড়া খেয়ে যায়, কত আশ্বাসবাণী মিথ্যে হয়ে যায়, পরিবেশ পরিস্থিতি হয়তো সবক্ষেত্রে দায়ী হয় না, 'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন?' গল্পে নান সুকে ফিরে আসবার যে আশ্বাসটুকু দিয়েছিল সি হুয়ান, কিন্তু ফিরে সে যায়নি, কথা রাখতে পারেনি। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'- এ যামিনী এবং তার অন্ধ মাকে যে আশ্বাস দিয়েছিল সে আশ্বাসও তো মিথ্যে হয়ে গেছে একসময়। এমনই আরও অনেক কিছুই মিথ্যে হয়ে যায়। করুণার পক্ষ থেকে যতখানি আর্তি যতখানি আহ্বান ছিল নায়কের মধ্যে তা ছিল না বলেই সে সম্পূর্ণ সাড়া দিতে পারেনি। কাপুরুষোচিত যে মনোবৃত্তি নায়কের মধ্যে ছিল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে তাই প্রকাশিত হল শেষ পর্যন্ত।

২

'কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত চাঁদ' জীবনের সব অবসাদ কি ভুলিয়ে দিতে পারে? অন্ধকারের আড়ালে জীবনে লেগে থাকে জোনাকির সবুজটুকু, আলো অন্ধকারের এই ভারসাম্যে জীবন বয়ে চলে, প্রেম লেখে গল্প— প্রেম শুধুমাত্র সুরের মূর্ছনা হয়ে ধরা দেয় না! প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'অরণ্য স্বপ্ন' গল্পে প্রেমের এমনই 'দ্বন্দ্ব বিন্যাস', জীবনের 'যোগ এবং অযোগের' 'আকাঙ্ক্ষা ও আস্ফালনের' প্রেমের নিনাদটুকু ধরা পড়েছে এই গল্পে। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে থাকা সূক্ষ্ম সামান্য বিযুক্তি যেন এঁকে দেয় এই গল্পের সীমারেখা। তবুও সীমানা ছাড়িয়ে তো মানুষ যেতে পারে না। কত বিশ্বাসও টুকরো হয়ে যায়, পরিসংখ্যানে মেলে না তার দাগটুকু। মানুষ তবু বাঁচে— সমস্ত ওঠা-পড়া ছাড়িয়ে হেঁটে যেতে হয় জীবনের ধূসরিত রাজপথে, কেননা জীবন তো কল্পনার আকাশকুসুম নয় আর তাই বাস্তবের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতেই হয় তাকে। এই গল্পের নায়ক নায়িকাও জীবনের পরিসংখ্যানের ছকে মিলে যেতে পারেনি। জীবনের ছন্দ দুটি সুরে তাদেরকে পরস্পরের থেকে পৃথক করে দিয়েছে। গল্পে যে আনুভূমিক স্তরে যেভাবে পুরন্দরকে পাওয়া যায় সেভাবে সুনন্দাকে তো পাওয়া যায় না। পুরন্দরকে প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্ট দেখে একথা মনে হতে পারে যে সে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, কিন্তু গল্পের পরিণতি তো সেকথা বলে না। আবিশ্বের যত অনুভূতি তা পুরন্দর উপলব্ধি করতে পারলেও সুনন্দার অনুভূতিকে সে যেন একপ্রকার বুঝতে চায় না। পুরন্দর তার খেয়ালী ছকের আলবোলায় সুনন্দাকে সামান্য নাড়া দিতে চেয়েছে, কিন্তু নাড়া খাবার পর পুরন্দর তো নিজেকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 197
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইচ্ছে খুশি গুটিয়ে নিয়েছে, একেবারে আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু সুনন্দা তো তত সহজে নিজের জীবনের কেটে যাওয়া সুরকে মেলাতে পারেনি। পুরন্দর যে মুক্তি চেয়েছে তা সে পেয়েছে। বাতিল সময়ের থেকে সে একপ্রকার সরে এসেছে, খারিজ করে দিচ্ছে অতীতস্মৃতিকে। জীবনবৃক্ষের শুকনো পাতাকে সহজভাবে খসিয়ে দিয়েছে, শীর্ণ বাকলকে আলগা করে নিয়েছে নতুনের জন্য। জীবনকে আর সে অতীতের স্নায়ুস্পন্দিত রেখায় দেখছে না। এ যেন তার নতুন জন্মলগ্ন। নিতান্ত আটপৌরে জীবনের আবর্তে তার বেঁচে থাকা নয়, তার মন অন্যতর ফ্যান্টাসিতে পূর্ণ, একরকম উদাসীনতায় লীন, পুরন্দর চরিত্রটিও মধ্যবিত্ত মানসবৃত্তের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। আর এখানেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের মুন্সিয়ানা— তাঁর কৃতিত্ব। "মনস্তত্ত্বের জটিল কুহেলি, সাংকেতিকতা, অসামান্য বাচন এবং অসাধারণ পারিপার্শ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই দোষে গুনে গড়া গোধূলি-মদির কিছু মানুষ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে অম্লান হয়ে আছে"[১৩] – পুরন্দর এই 'গোধূলি-মদির' 'দোষে গুণে গড়া' মানুষেরই একজন। 'পাফের' থোপা ফুল, আর 'ইউক্যালিপটাসের' মতো বিবর্ণ বাকলের অতীতকে তাই সে খসিয়ে ফেলে অবলীলায় শুকনো পাতার মতো। তার ভেতরে থাকা প্রেমের স্রোতস্বিনী নদীটিও যেন 'নিঃশব্দে মরে গেছে' আর সুনন্দার ভেতরকার 'বিধবা বালির নিরশ্রু শোক' শুধু থেকে গেছে দিগন্ত জুড়ে। সেই ধূসর মদিরতা ছুঁয়ে দিতে পারেনি পুরন্দরকে, ছুঁয়ে যেতে পারেনি তার হৃদয়কে। নয়তো কেনা চায় প্রেমের পূর্ণতার রঙে জীবনকে রাঙিয়ে দিতে? মুছে দিতে না পাওয়ার বেদনা? অথচ আশ্চর্য সময় ও সুযোগের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতেও তো পুরন্দর তার চোখের সেই লুব্ধতাকে প্রেমের সার্থকতার রেণু মাখিয়ে দিতে পারল না শেষ পর্যন্ত। অরণ্যে নেমে আসা বসন্তের রাগে মঞ্চরিত করল না তার চেতনা। শুধু তার চেতনা ছুঁয়ে থাকে 'বৈশাখের বৈরাগ্য'। বাতাসে বসন্তের যে রঙ লেগে আছে একদিন যে রঙ ছিল এই অরণ্যের মধ্যে আবিষ্ট হয়ে আজ তাই পুরন্দরের কাছে অতীতস্মৃতি। কিন্তু সেই স্মৃতিকে বয়ে নিয়ে যেতে চায় না সে, 'আত্মবিস্মিত' হতে চায়, আর চায় 'উপস্থিত মুহূর্তে নিজেকে নিমজ্জিত' করে ফেলতে। অভ্যাসের আনুগত্য মুছে ফেলা সহজ তো নয়, তবু তার অন্তর্গত রক্তে খেলা করে আরও কোনো 'বিপন্ন বিস্ময়' অন্য কোনো 'বোধ'। ফ্যান্টাসিতে ভরপুর মন আপাত জগৎ থেকে কতখানি পৃথক করে ফেলে আমাদের, যে জীবন শুধু 'ফাল্গুনের চতুর্দশীর চাঁদের' আলোকে গায়ে মেখে ক্লান্ত হয় না, ভাবুক হয় না বরং শিরায় টেনে আনে গোপনীয় অন্তর্ঘাত— যার পরিণাম ট্র্যাজিক হলেও সেখানেই আশ্চর্য আনন্দ জীবনের, আশ্চর্য মাদকতা। পুরন্দর কি ব্যতিক্রম? সুনন্দার দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত জমিকে নাড়িয়ে দিয়ে তার ভালোবাসার বাসভূমিকে আগাছায় ভরিয়ে দেয় সে। পোড় খাওয়া মন নিয়ে খণ্ডিত ভালবাসাকে বুঝতে বুঝতে তাকে ফিরে যেতে হয়, পথকে পৃথক করে নিতে বাধ্য হয় সুনন্দা। প্রিয়তমের স্বপ্নসিক্ত ভূমিখণ্ড থেকে অবিশ্বাস্য দৃশ্যপটে বাস্তবের জমিতে তাকে পা রাখতে হয়, অথচ আশ্চর্য তার অভিপ্রেতটুকু একদিন পুরন্দরের সঙ্গে একই সমান্তরালে ছিল। আশ্চর্য রকম সময়ভ্রষ্ট হয়েছে সে, চাইলেই নিজেকে সে এগিয়ে নিয়ে যেতে তো পারত অনায়াসে— অথচ কী ভীষন বিশ্বাসে সে আঁকড়ে ছিল নিজস্ব স্বপ্নপথ, প্রত্যাশা ছিল তো অনেকটাই পুরন্দরের থেকে। অরণ্য পথেই যেন পুরন্দরকে ঘিরে তার প্রেমের আবাসভূমির সীমারেখা— তাকে তো ছাপিয়ে যেতে চায়নি, শকুন্তলার মতোই জীবনে আশা তার ছিল, অপেক্ষাও ছিল। কিন্তু আশ্চর্যরকম ভাবেই পুরন্দর তার অতীত সময়কে ফেলে গেছে, অতীতস্মৃতির মরা পাতায় তাকে আবদ্ধ করেছে, বর্তমানে আর তার কোন জায়গা নেই, নেই কোনো অধিকার।

পুরন্দর তো তার জীবনকে অরণ্যের পথেই শুধু নিয়ে যায় নি তার মনকেও করে তুলেছে অরণ্যময়। প্রাকৃতিক নির্জনতা তো তাই তার হৃদয়ে নেমে আসে, আপ্লুত করে, অরণ্যের বিপুল নিঃসঙ্গতা তাকে জ্যোৎস্নাস্নাত করায়। শীত ঝেরে ফেলা এক সকালে যে 'শুভ্র কুহেলিগুণ্ঠন' খুলে ফেলল প্রকৃতি, যার হৃদম মুখরিত সমস্ত অরণ্যের ঝরা পাতা সবুজ আবৃত অবয়বে, এমন দিনেই পুরন্দরের সঙ্গে 'মেলোড্রামাটিক' দৃশ্যপট নিয়ে যেন দেখা হলো সুনন্দার। এই সেই ফাল্গুনীর চাঁদ তবু মুখরিত হল না জোছনা।

> "সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সাজানো গোছানো একটা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য— নায়িকার মিলনের জন্যে হিসেব করে তৈরি।"[১৪]

তবু নায়ক নায়িকার মিলনের সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে সমস্ত প্রকৃতি অরণ্য চাঁদ পৃথক করে দিল তাদের। পুরন্দর যেন খানিকটা আত্মপ্রক্ষিপ্ত— সুনন্দার প্রতি তার এই প্রেক্ষাপণ। তবু প্রকৃতির আয়োজনে তাদের পথকে একত্রিত করতে চেয়েছে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 197
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুনন্দা। দিনের আলোয় প্রকাশ্যে বালি নদীর তটে যে বৈঠক জমে না, সে বৈঠক 'শুক্লপক্ষের রাতে' কত অবলীলায় মায়াময় মাধুর্য নিয়ে জমে ওঠে। তবু 'দৈব্যের মেলোড্রামাটিক' অনুষঙ্গে আয়োজনে কতখানি নাটকীয় প্রেক্ষাপটেই তাদের দেখা হওয়াটুকু রচনা করলেন গল্পকার। গল্পের চেয়ে তবু 'গাল্পিকতার' দাবিটুকুকে বড় করা গেল না কিছুতেই। যেন এটাই ভবিতব্য ছিল। এমনই গল্পময় জীবন— জীবনের গল্প নিয়ে রচনা করলেন আশ্চর্য কৌশলে তাঁর গল্পের প্রেক্ষিত, বাতাবরণে আনলেন কাব্যের শরীরি ছোঁয়া।

> "প্রেমেন্দ্র মিত্র সত্যিই সব্যসাচী সাহিত্যিক, তবু ছোটগল্পই তাঁর শিল্পী-মানসের সেরা সমৃদ্ধি। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে নির্মাণ ও সৃষ্টির এমন মসৃণ মেলবন্ধন চোখে পড়ে না বললেই চলে।"[১৫]

আর এমনি গতিময় ছন্দে রচনা করলেন 'অরণ্য স্বপ্ন' গল্পের বেলাভূমি— অন্ধকার পথে অস্পষ্টতায় যখন ধরা দিল জীবনের মেদুর চাঁদ ফাল্গুনী চাঁদের মৃদুমান আলো-আঁধারের অস্পষ্টতাকে অবরুদ্ধ করে দিল হৃদয়ের পথ, তেমনি ভূমিকায় পুরন্দর ও সুনন্দা যেন ছন্দময় জীবন থেকে পৃথক হয়ে গেল।

> "পুরন্দর ও সুনন্দা একদিন পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছিল, যত কাছাকাছি এলে সমস্ত পরিচিত পৃথিবীর অপরূপ হয়ে ওঠে, চেনা মানুষের ওপরে নামে অপরূপ রহস্যের আবরণ, জীবনের গভীরতম অর্থ উদঘাটিত হয়েও বিস্ময়কর হয়ে থাকে, তত কাছাকাছি।"[১৬]

যেভাবে নিজেদের হৃদয়ে ভালোবাসার পথকে একই বিনি সুতোয় গেঁথে রাখার কথা তারা পরস্পরকে দিয়েছিল, সেই 'নিষ্ঠার শপথ' যেন অচিরেই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন অরণ্যের মধ্যে আবার দেখা হয় পুরন্দরের সঙ্গে সুনন্দার, কতখানি দুঃসাহস জয় করে সে একাজ করেছে, কতদিন সে ব্যাকুল হয়েছে পুরন্দরের দেখা পাওয়ার জন্য, অথচ দেখা হবার যে আনন্দ উদ্বেলতা সুনন্দার মধ্যে অনুভূত হল তার কোন উচ্ছ্বাসই তো পুরন্দরের মধ্যে দেখা গেল না। সে যে শুধুই জীবনকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেছে তা তো নয় তার জীবনের জলীয় উচ্ছ্বাসে নীতির সমস্ত রোমন্থন উবে গেছে বাষ্পীও প্রেমের মতো এ যেন জীবনের না বোঝা ব্যাকরণ— বনস্পতির মধ্যেও তার হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন হল না।

সুনন্দা নিজেকে যে সমর্পণ করেছে নিজের অতীত প্রতিশ্রুতির বিন্দুমাত্র সে তো ভুলে যেতে পারেনি অবলীলায়। তবু তো সুনন্দা চেয়েছে নতুন করে আবার আরম্ভ করবার আর্তি সে জানিয়েছে পুরন্দরের কাছে, সাহস করে এগিয়ে আসার মিনতি তো করেছে পুরন্দরের কাছে, প্রতীক্ষা করেছে অরণ্যেরই মত 'রুদ্ধনিঃশ্বাসে' অথচ অকপটে পুরন্দর তাকে ফিরে যেতে বলেছে। 'যুক্তিহীন উন্মত্ত প্রেরণা' কোনো এক দুর্বোধ্য পথে যেন ঠেলে নিয়ে গেছে, অন্ধকার 'তাদের সমস্ত পৃথিবী'র থেকে বিছিন্ন করে দিয়েছে— বিচ্ছিন্ন করেছে তাদের হৃদয়কে। ঠিক এই মানুষটির জন্যই কি অপেক্ষমান ছিল সুনন্দা?

> "একদিন খুঁজেছিনু যারে/ বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি- আঁধারে/... যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে/ হেমন্তের হিম ঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু ঝরো ঝরো/ কামিনীর ব্যথার শিয়রে।"[১৭]

কিন্তু 'পৃথিবীর সাঁজদীপে' সুনন্দার প্রেমের আলো আর জ্বলবে না, 'নির্জনযাত্রীর' মতো সেই অন্তহীনতার পথে অরণ্যের পথে তাকে ফিরে যেতে হল, অন্ধকারে যে পথ তাদের ক্ষণিক সময়ের জন্য কাছাকাছি এনেছিল আজ অস্ফুট চাঁদের আলোয় তাদের সেই পথ আলাদা হয়ে গেল—

> "চাঁদের আলোয় একটি কাহিনীর সূচনা হয়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, চাঁদের আলোয় তা শেষ হয়েছে।"[১৮]

সভ্যতার অভ্যাসের বাইরে বেরতে পারল না পুরন্দর, একই 'সময়বলয়' থেকে ভিন্ন ভাবনায় পৃথক হয়ে গেল— পৃথক হয়ে গেল পরস্পরের হৃদয় থেকে। এজন্যই বনস্পতির যেন এত বিপুল আয়োজন এই, বিরাট জোছনার মেলা।

একটু ভেবে 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' এবং 'অরণ্য স্বপ্ন' গল্প দুটিকে যদি এক সূত্রে ভাবা যায় মেলানো যায় গল্পের এই দুই অসংলগ্ন পুরুষকে, একজনকে তো অনায়াসে escapist বলা যায়, বলা যায় অনেকাংশে সে খন্ডিত, কিন্তু অন্যজনকে অত সহজে escapist বলা যায় না। জ্যোৎস্নার যে 'বিপরীত ক্রিয়া' মানবচরিত্রের অন্তর্গত অন্তরালে খেলা করে যায়, যা একপ্রকার দুর্বোধ্য জটিল এমনকি 'বিরোধীতার প্রতি অভ্রান্ত' ইঙ্গিত রেখে যায় তা-ই তো পুরন্দর চরিত্রে বর্তমান

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 197
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রয়েছে। কিন্তু এই দুই গল্পের নায়িকা যেন জীবনাবর্তের একই অক্ষরেখায় রয়েছে, একই সমান্তরালে। এই দুই নায়িকাই সম্পূর্ণরূপে ভালবেসেছিল, ভালোবাসার আর্তিকে পূজার আরতি করে তুলেছিল কিন্তু প্রেম পূজার সেই নৈবেদ্যর ডালি গ্রহণ করেনি তাদের দেবতা। তারা যেন উপেক্ষিতা হয়ে থেকে গেল, তারপর জীবন তাদের যতখানি দিল তা তাদের কাছে বঞ্চনা ছাড়া আরও কিছু হয়ে উঠল কিনা তা বলা শক্ত। তবু তারা জীবনবৃক্ষের একই শাখায় দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদের ভালোবাসার পুরুষ সম্পূর্ণরূপে পুরুষোচিত নয়, বরং অনেকাংশে খন্ডিত। দুজনেই যেন একই ভাবে প্রবঞ্চিত। কথা দেওয়া আর সেকথা রাখা এই দুইয়ের মধ্যেকার ফাঁকের মধ্যে ধরা বাস্তব আর বাস্তববোধে পরাজিত হয়েও এই দুই নারী যেন অপরাজেয়। আরও একটু তলিয়ে দেখলে 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' গল্পের অনামা নায়ক এবং 'অরণ্য স্বপ্ন' গল্পের পুরন্দর তো ব্যক্তিবিশেষ মাত্র নয়, তার বাইরে সমষ্টিচরিত্রের মুখ। মধ্যবিত্ত জীবনাবর্তের বাইরে এদের পৃথকীকরণ বোধহয় তেমন সম্ভবপর নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রায় বেশিরভাগ গল্পেই 'ব্যক্তিচরিত্র থেকে সমষ্টিচরিত্রের' দিকে উত্তরণের আভাস পাওয়া যায়, মানব চরিত্রের এই মনস্তত্ত্ব সুনিপুণতায় সাবলীলভাবে তাঁর গল্পে উঠে এসেছে।

Reference:

১. সৈয়দ, আবদুল মান্নান (সম্পাদনা), প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ, আদিত্য পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২৯, পৃ. ১৬৫
২. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ ২০২০, পৃ. ৩২
৩. পাঠক, আশিস (সম্পাদনা), প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ১১০
৪. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ ২০২০, পৃ. ১৪৯
৫. পাঠক, আশিস (সম্পাদনা), প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৪১১
৬. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ ২০২০, পৃ. ৬
৭. পাঠক, আশিস (সম্পাদনা), প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৪১৩
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩
৯. সৈয়দ, আবদুল মান্নান (সম্পাদনা), প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ, আদিত্য পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২৯, পৃ. ৯১
১০. পাঠক, আশিস (সম্পাদনা), প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৪১৫
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫
১২. সৈয়দ, আবদুল মান্নান (সম্পাদনা), প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ, আদিত্য পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২৯, পৃ. ১৪৬
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, কবি নিয়ে কবিতা নিয়ে, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৬০
১৪. পাঠক, আশিস (সম্পাদনা), প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৩১৯
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, কবি নিয়ে কবিতা নিয়ে, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৬০

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 197
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৬. পাঠক, আশিস (সম্পাদনা), প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৩২১
১৭. সৈয়দ, আবদুল মান্নান (সম্পাদনা), প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ, আদিত্য পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২৯, পৃ. ১৮
১৮. পাঠক, আশিস (সম্পাদনা), প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৩২৫